Saat Ronga Sei Din by Wasim Haque

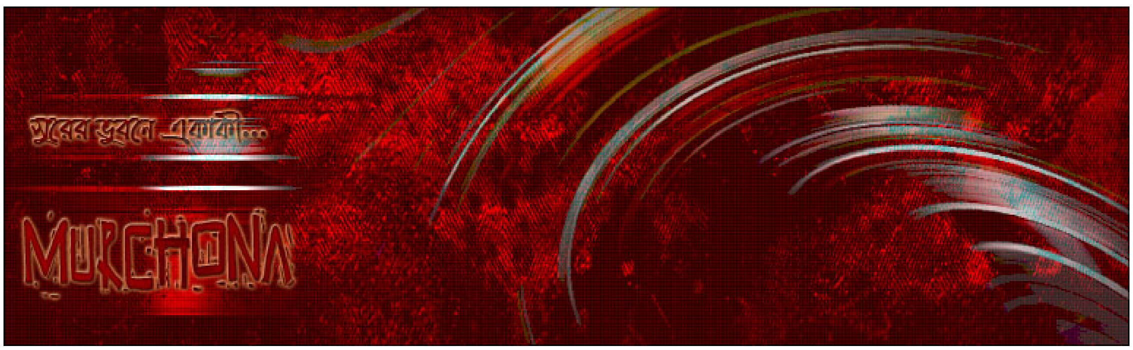

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum

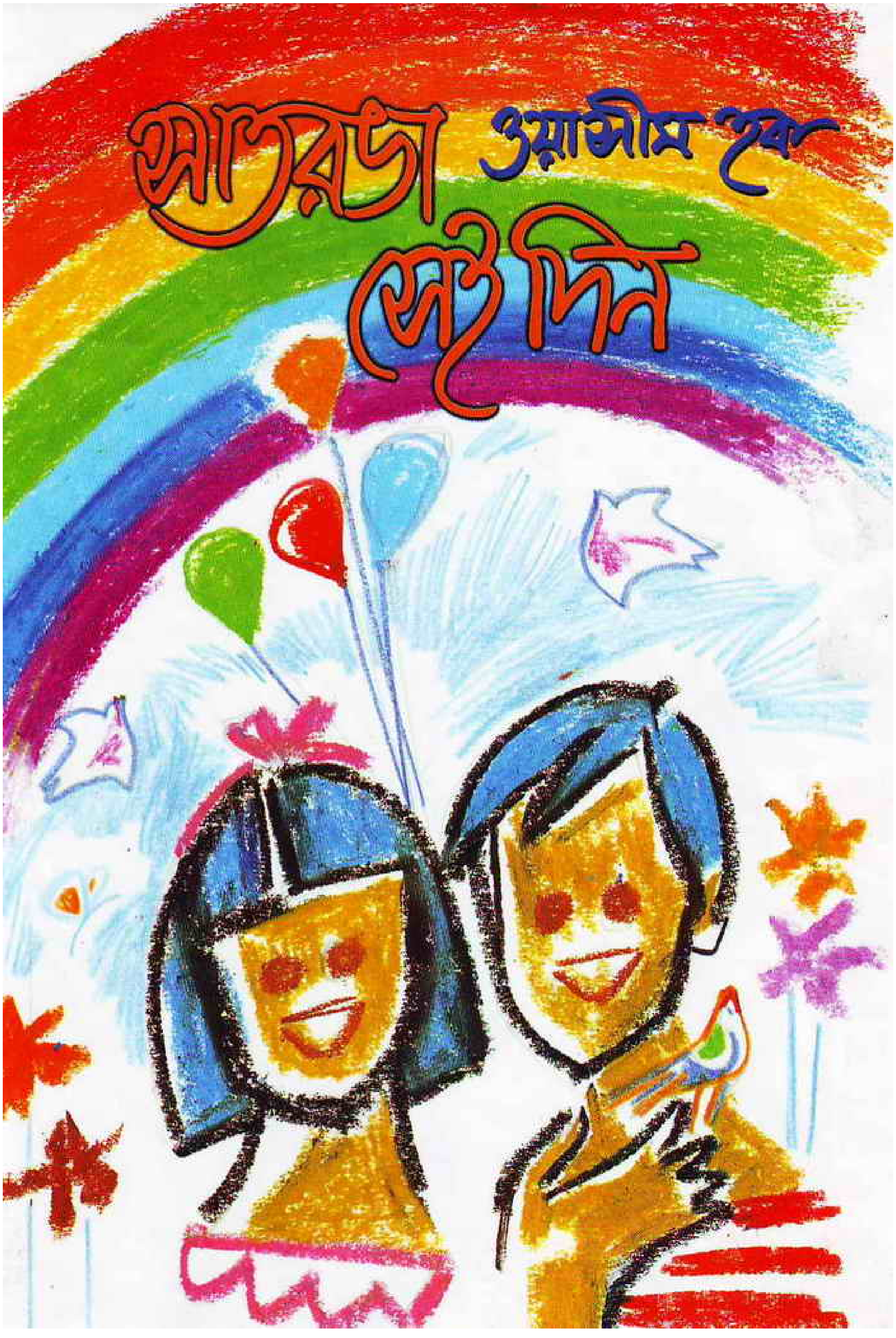
সাতরঙা সেই দিন
ওয়াসীম হক

তরুণ ছড়াশিল্পী ওয়াসীম হক। চোখ ভরা স্বপ্ন আর বুকের পদ্মপুকুরে যার লাল নীল ছন্দের দীপাবলী। নেত্রকোণার হাওড় বাওড় শাপলা শালুকের সোঁদা গন্ধে উড়াল দেয় তার শব্দের পাখিরা। কখনও মেঘের ডানায় ভর করে বর্ণমালার অন্তমিল, তারা ভরা আকাশটা ছুঁয়ে স্বপ্নের গাঙচিল। সুন্দর মন জুড়ে, ছড়ার সাথে মিতালী সুরে সুরে। ২০০২ এ তার প্রথম ছড়াগ্রন্থ 'আমার ছড়া নয়তো কড়া' একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হবার পর দেশে বিদেশে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। ভাষা শৈলীর অপূর্ব ছন্দের দোলায় ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণের বইটি পড়ে পাঠককুল আনন্দিত হন। দীর্ঘ এক দশক ধরে সজ্জন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওয়াসীম হক ছড়ার পৃথিবীতে অনন্য স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন আগামীর আমন্ত্রণে। অসংখ্য ভক্তের অনুরোধে তার এবারের আয়োজন বৈচিত্রের সমাহারে ভরপুর দ্বিতীয় ছড়াগ্রন্থ 'সাতরঙা সেই দিন'। জল থৈ থৈ মন নিয়ে শব্দপ্রেমীরা প্রত্যাশার সাম্পানে ঢেউ তুলবেন এ বিশ্বাস রাখা যায়। বেতার ও টিভি শিল্পী ওয়াসীম হক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন চমৎকার। তার বলিষ্ঠ কণ্ঠের আবৃত্তি দর্শক শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে। ওয়াসীম হক 'চয়ন সাহিত্য ক্লাব' এর জয়েন্ট সেক্রেটারী ও 'বাংলাদেশ বুক ক্লাব' এর শিশু কিশোর সংগঠক। অন্যদিকে ক্রিকেটার ও কী-বোর্ডিষ্ট। আমরা 'সাতরঙা সেই দিন' ছড়াগ্রন্থের সুবাতাসে ভালোবাসার পাল উড়িয়ে দিলাম।

উৎসর্গ

ঘুমপাড়ানি গানের সুরে
চাঁদ তারাদের মেলা,
তোমার মুখে শুনেছিলেম
ছন্দ মালার খেলা ।
বুকের মাঝে আজকে বাজে
স্বপ্ন সুখের বীণ,
'বাবা' তোমার জন্য আমার
"সাতরঙা সেই দিন"

একটি ছড়া চাই

সোনার হরিণ চাই না আমি
একটি ছড়া চাই,
সেই ছড়াটির খোঁজে এখন
কোথায় বলো যাই।

আলতা রাঙা খুকুর পায়ে
ছোট্ট খোকার আদুল গায়ে,
গাছের সবুজ পাতার ফাঁকে
সাঁঝবেলাতে পাখির ঝাঁকে।

মেঘের পরে নীল আকাশে
গাঙচিলেরা যেথায় হাসে,
এই শহরের হট্টগোলে
আদর মাখা মায়ের কোলে।

বলতে পারো ভাই?
কোথায় গেলে মনের মতো
একটি ছড়া পাই।

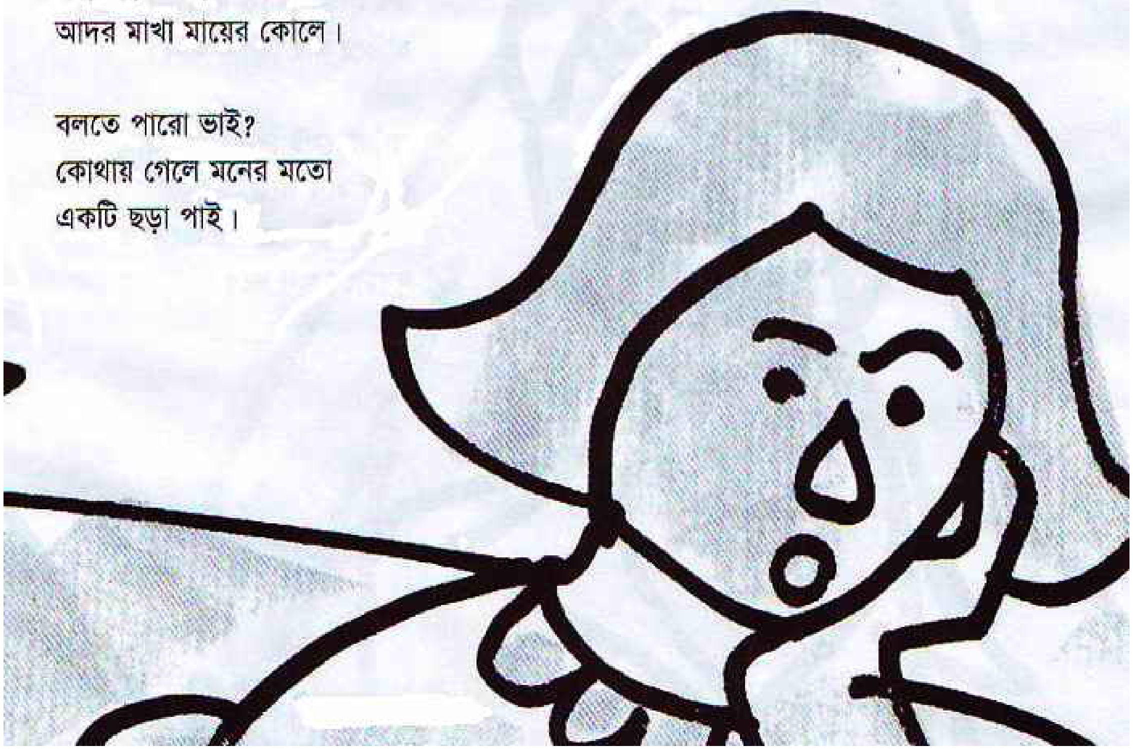

সোনা ঝরা দিন

কালবোশেখীর রাত্রি নিঝুম
চোখের পাতায় স্বপ্নালু ঘুম
বইছে হাওয়া উথাল পাথাল
পৃথিবী আজ ভীষণ মাতাল।

শান্ত সকাল সব কিছু ঠিক
দল বেঁধে ছুট এদিক ওদিক
কে আজ বেশী আম কুড়োবে
সেই খুশীতে মন জুড়োবে।

কোচড় ভরা ফুলের কুড়ি
আকাশ জুড়ে রঙিন ঘুড়ি
মাঞ্জা সুতো বাঁশের নাটাই
মেঘের কাছে পত্র পাঠাই।

মাথার ভেতর ফন্দি খাসা
আনব পেড়ে পাখির বাসা
অথবা ওই সবুজ বনে
হারিয়ে যাব আপন মনে।

স্বর্ণালী সেই দিন গুলো আজ
যখন মনে পড়ে
অশ্রু নদীর জোয়ার এসে
দু'চোখে জল ভরে।

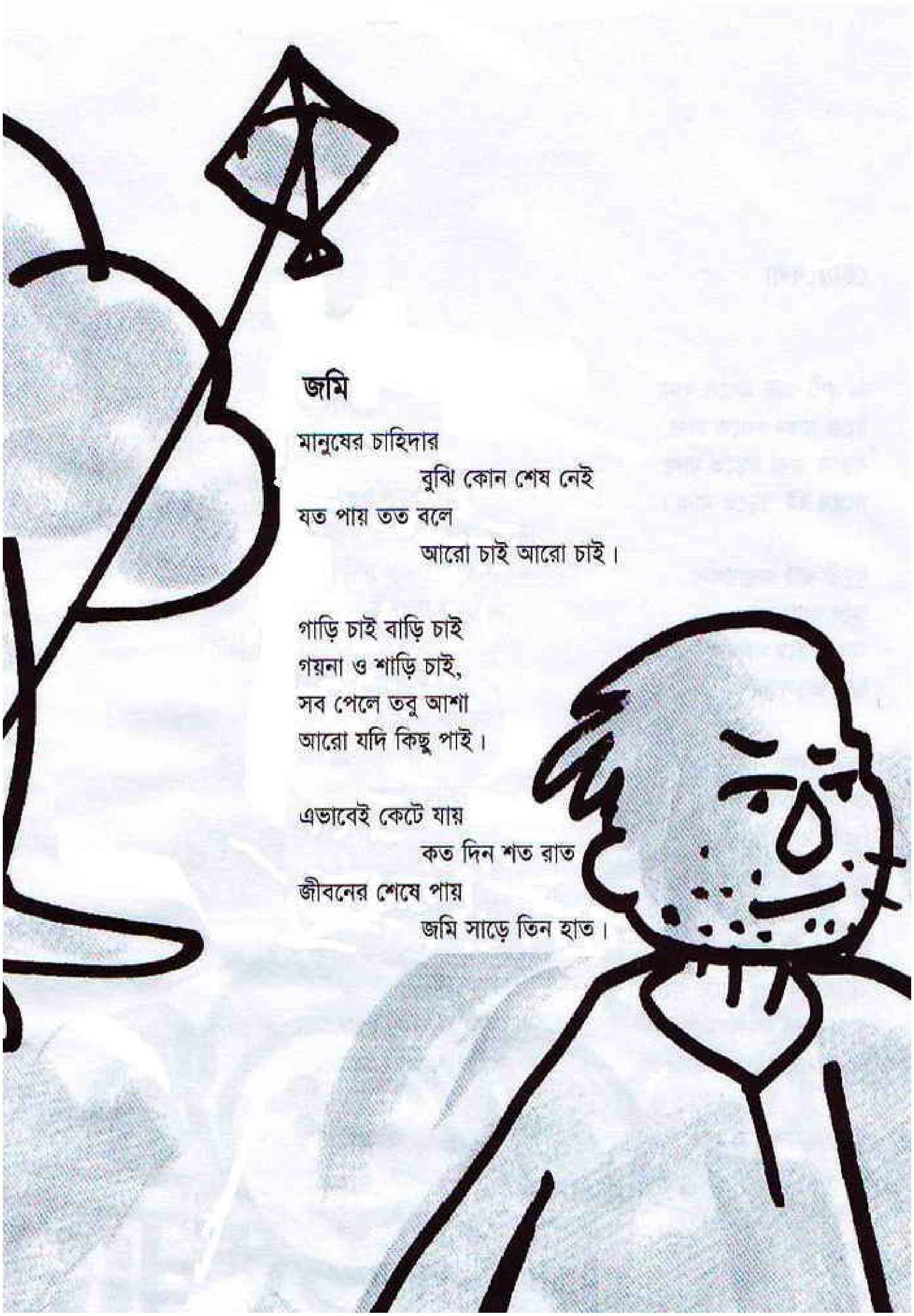

জমি

মানুষের চাহিদার
বুঝি কোন শেষ নেই
যত পায় তত বলে
আরো চাই আরো চাই।

গাড়ি চাই বাড়ি চাই
গয়না ও শাড়ি চাই,
সব পেলে তবু আশা
আরো যদি কিছু পাই।

এভাবেই কেটে যায়
কত দিন শত রাত
জীবনের শেষে পায়
জমি সাড়ে তিন হাত।

ছোট্টবেলা

যা খুশী তাই বলতে মানা
ইচ্ছে মতন চলতে মানা,
নড়তে এবং চড়তে মানা
গল্পের বই পড়তে মানা।

ধুত্তুরী ছাই ভাল্লাগেনা
কবে হবো বড়,
কারো ভয়ে থাকবো নাতো
হয়ে জড়সড়।

ছোট্টবেলায় নানান খেলায়
ভাবনা গুলো আসতো যখন,
ছিলো মনে সঙ্গোপনে
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন তখন।

কিন্তু এখন উল্টো সময়
আকাশ কালো মেঘে ঢাকা,
বারে বারে থমকে দাঁড়ায়
জীবন নামের ক্লান্ত চাকা।

স্বপ্ন গুলো গুমরে মরে
অন্ধকারের বন্ধ ঘরে,
সাতরঙা সেই ছোট্টবেলা
তোমায় ভীষণ মনে পড়ে।

নেতা সমাচার

ক'দিন আগেও সবখানেতে
গেছে তাকে পাওয়া,
সেই ক'টা দিন ভুলেই ছিলেন
নিজের নাওয়া খাওয়া।

বলেছিলেন তোমরা সবাই
আমার ভায়ের মতন,
নির্বাচনে জিতলে পরে
করব আদর যতন।

কিন্তু দেখি জয়ের পরে
বদলে গেছে সুর
ধরা ছোঁয়ার বাইরে তিনি
এখন বহুদূর।

খুব জরুরী কাজে নাকি
থাকেন বড় ব্যস্ত,
দেশের ভালো মন্দ সব-ই
তার উপরে ন্যস্ত।

প্রতিবার-ই দিচ্ছে ধরা
এই নেতাদের ফাঁদে,
বাংলাদেশের বোকা মানুষ
এমনি করেই কাঁদে।

শোন বলে দিচ্ছি

শোন বলে দিচ্ছি
বলবে না পিচ্চি,
নেই কোন চিন্তা
নাচি ধিন্ ধিন্ তা।

ডিম দুধ খাবো না
ইস্কুলে যাবো না ,
পড়া ফেলে পালাবো
বাবা মাকে জ্বালাবো।

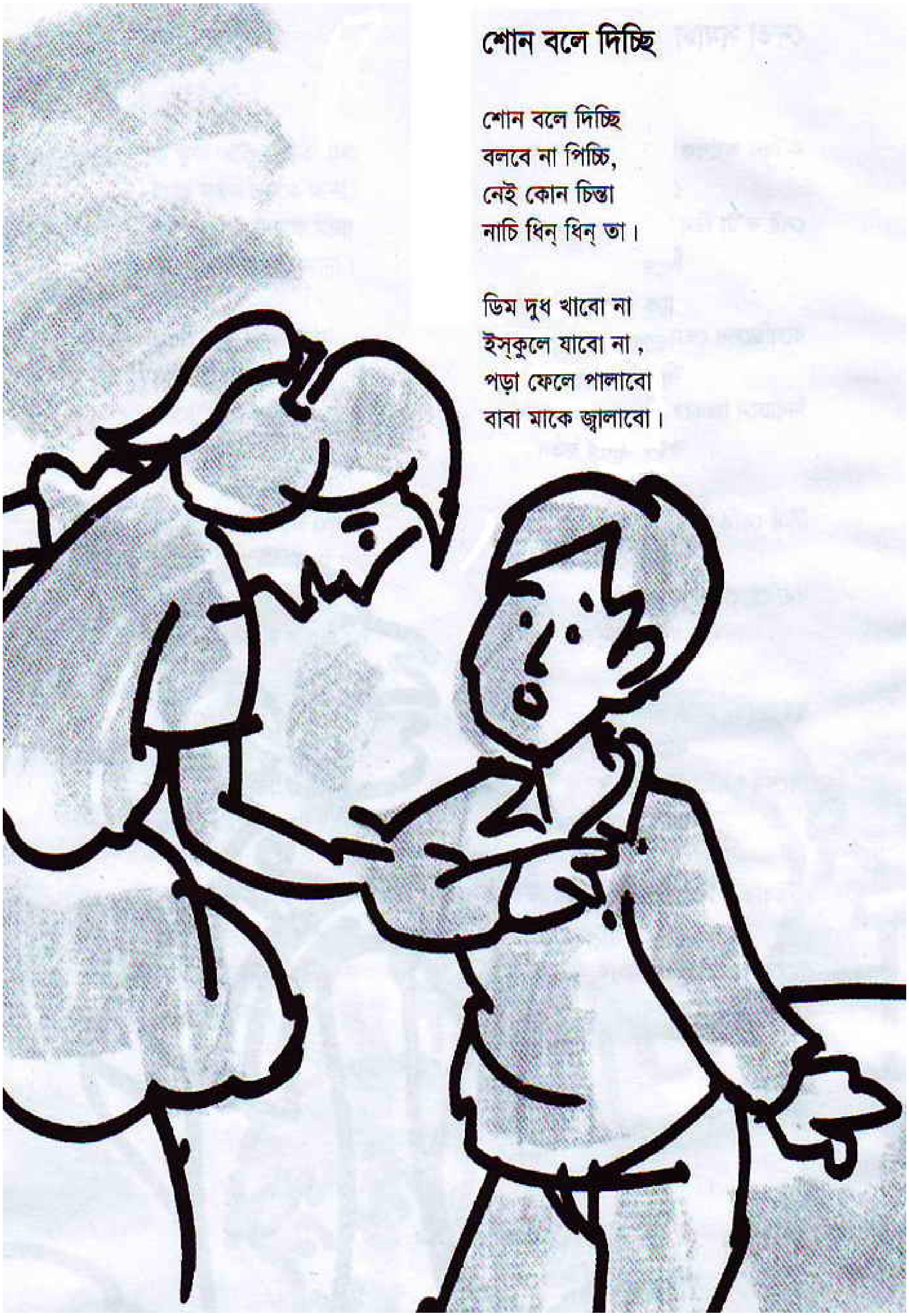

গলা ছেড়ে হই চই
সারাদিন টই টই,
ধুলোবালি গায়েতে
ঘুরি খালি পায়েতে।

দল বেধে মাঠে চল্
সাথে নিয়ে ব্যাট বল ,
জুস আর চকোলেট
এই দিয়ে ভরি পেট।

কথাগুলো জানবে
দাবি সব মানবে,
সভা আজ হলো শেষ
হাতে তালি বেশ বেশ

স্বপ্নলোকের চাবি

ইচ্ছেমতন বলব কথা
মায়ের মধুর ভাষায়,
কিন্তু হঠাৎ শত্রুরেরা
চোখ রাঙিয়ে শাসায়।

বাঙালীদের বুকের ভেতর
ঝলসে ওঠে আগুন,
সোনার ছেলে জীবন দিলো
তারিখ আটই ফাগুন।

বুকের তাজা রক্ত দামে
পূরণ হলো দাবি,
আমরা পেলাম বাংলাভাষার
স্বপ্নলোকের চাবি।

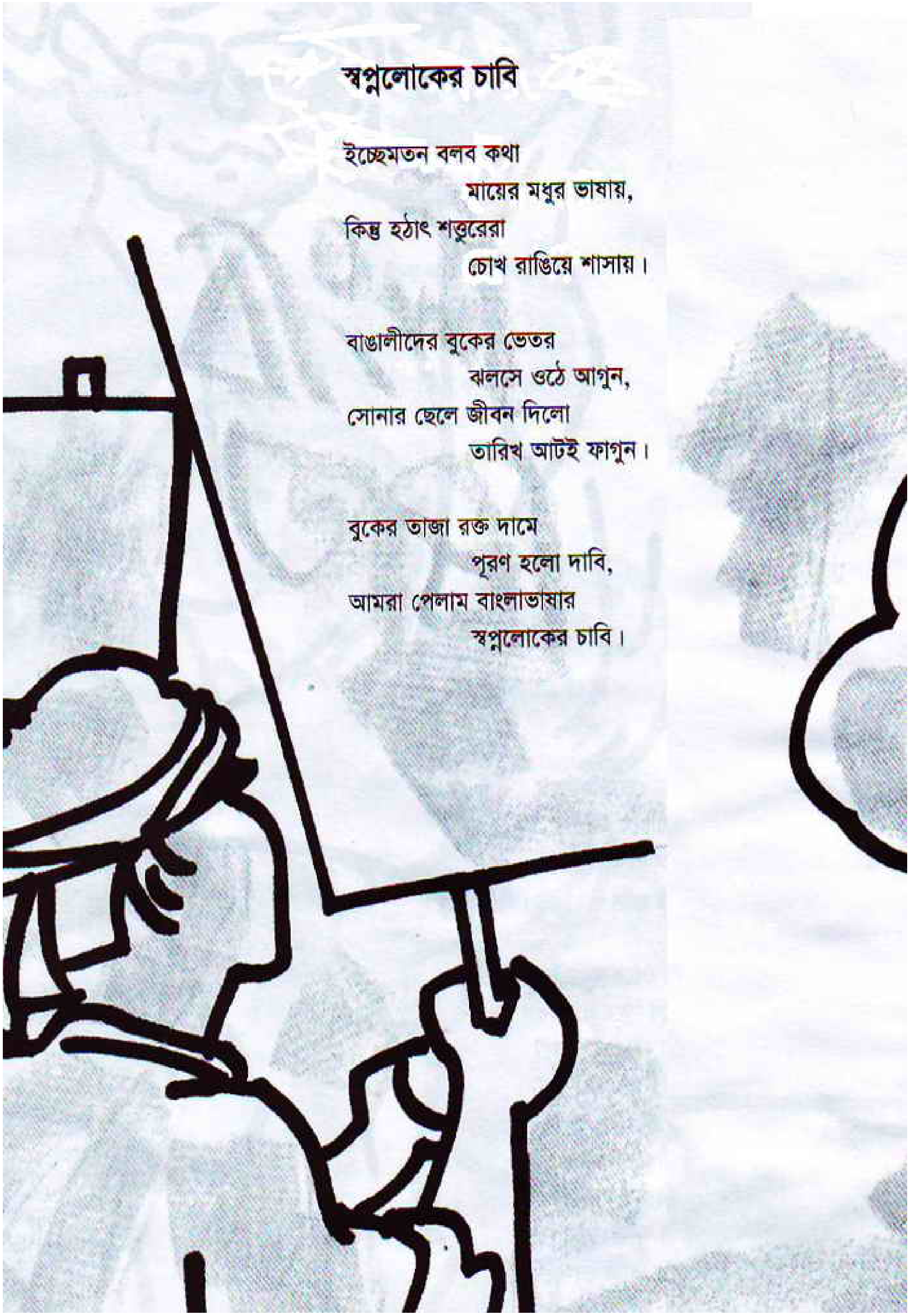

স্বপ্ন কথা

ফলের ভারে পড়তো নুয়ে
আম কাঁঠালের গাছ,
তাল পুকুরে কাটতো সাঁতার
হরেক রকম মাছ।

চাষির গোলা ছিলো ভরা
সোনা রঙের ধানে,
সুজন মাঝির উদার গলা
মন জুড়ানো গানে।

ক্লান্ত দুপুর রাখাল বাজায়
মধুর সুরে বাঁশী,
ধানের ক্ষেতে লুকোচুরি
দুষ্টু ছেলের হাসি।

এসব এখন স্বপ্ন কথা
উল্টো সুরের গান,
আমার দেশের শ্যামল গাঁয়ে
দুঃখ নদীর বান।

বোশেখ মানে

বোশেখ মানে খোকা খুকুর
দু'চোখে নেই ঘুম,
বোশেখ মানে ঝড়ের দিনে
আম কুড়োবার ধুম।

বোশেখ মানে টাপুর টুপুর
জল পড়ে ঝর ঝর,
বোশেখ মানে মরণ ছোবল
কাল বোশেখি ঝড়।

বোশেখ মানে সবার মনে
খুশীর কলরব,
বোশেখ মানে সারাদেশে
হালখাতা উৎসব।

বোশেখ মানে মেলায় গিয়ে
ফুর্তিতে গাও গান,
বোশেখ মানে এই জীবনে
আনন্দের-ই বান।

সাতরঙা সেই দিন

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
যাচ্ছে কেটে অলস দুপুর,
মন ছুটে যায় অচিনপুরে
নাম না জানা গানের সুরে।

পেছন দিকে মনটা ফেরাই
স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়াই,
কোথায় আমার ছেলেবেলা?
সারাটা দিন শুধুই খেলা।

বাবা মায়ের চোখ এড়িয়ে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে,
খুশীতে মন পাগলপারা
মুক্ত স্বাধীন বাঁধনছাড়া।

সাতরঙা সেই দিনগুলো মোর
সময় নামের দুষ্টু সে চোর,
ছিনিয়ে নিল কেমন করে
দু'চোখে জল তাইতো ঝরে।

ইচ্ছেপূরণ দেবী তোমায়
দেব যা যা চাও,
নানান রঙের দিনগুলো মোর
ফিরিয়ে এনে দাও।

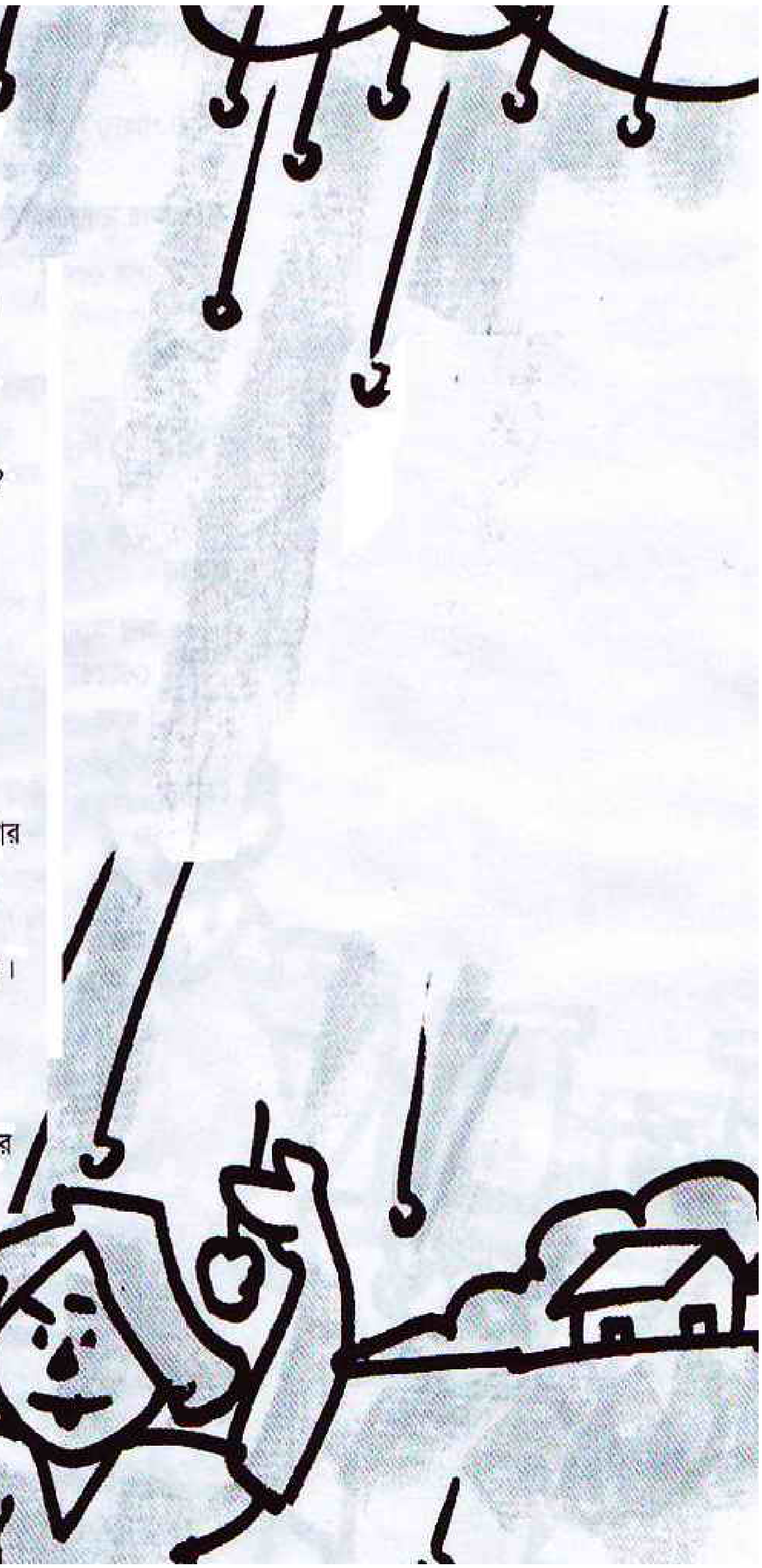

আমার নেত্রকোণা

গারো পাহাড় সীমানা তার
নেত্রকোণা জেলা,
কংশ আর মগড়া নদী
করছে সাথে খেলা।

সুমেশ্বরীর তীর ছুঁয়ে
স্নিগ্ধ বাতাস আসে,
সবুজ মাটির উপর দেখ
সোনালী ধান হাসে।

জন্মেছে এই পুণ্যভূমে
গুণী শিল্পী কবি,
আমার নেত্রকোণা যেন
পটে আঁকা ছবি।

তোমার বুকে জন্ম আমার
সেইতো অনেক গর্ব
সারা জনম উঁচু মাথা
নয়ত হবার খর্ব।

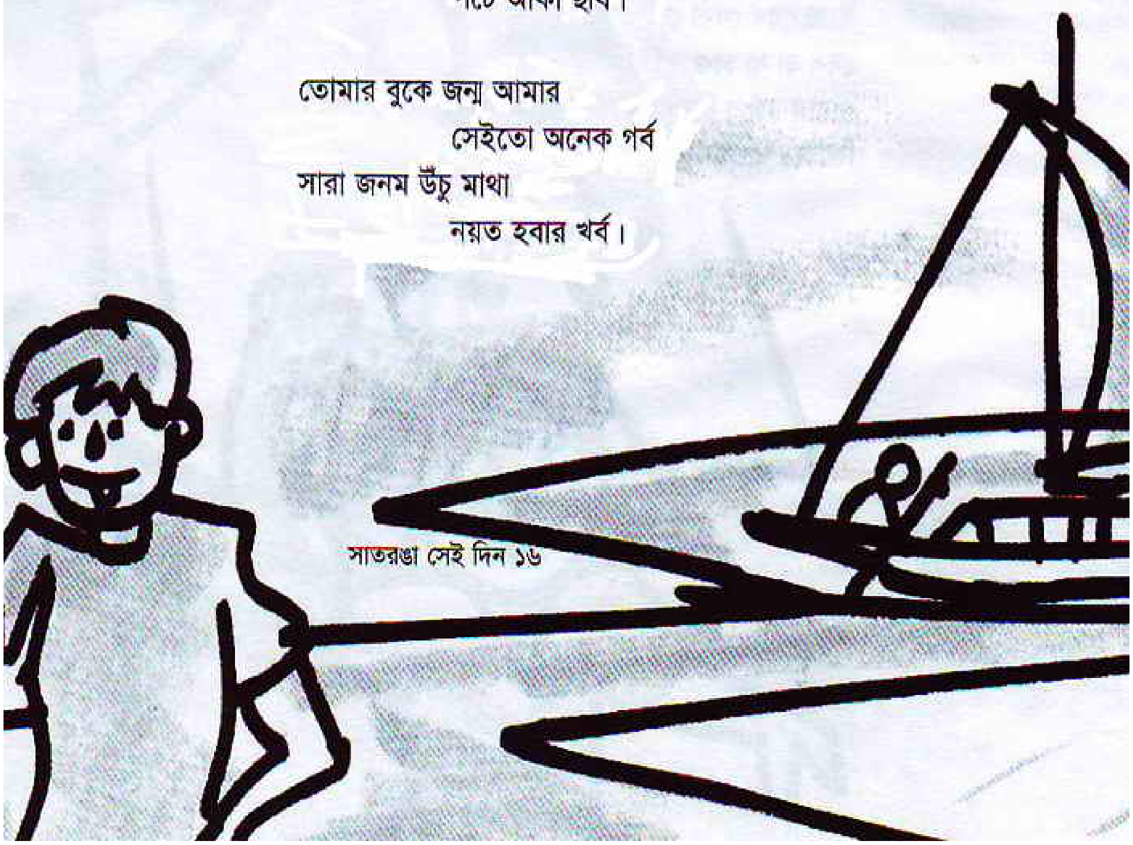

এই শীতে

শহর গাঁয়ে শীতের চাদর
নকশী কাঁথা লেপের আদর,
নানা রকম মজার পিঠে
লাগছে খেতে দারুণ মিঠে।

শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে
সোনা রোদের ঝলক হাসে,
রাত্রি জুড়ে গানের আসর
নতুন জীবন স্বপ্ন বাসর।

কিন্তু দেখো উল্টো দিকে
স্বপ্নগুলো হচ্ছে ফিকে,
উদোম গায়ে যাচ্ছে খেটে
একমুঠো ভাত নেইতো পেটে।

ওদের দিকে দু'হাত বাড়াও
হৃদয়টাকে একটু নাড়াও,
মনটা ভেজাও চোখের জলে
তবেই তুমি মানুষ হলে।

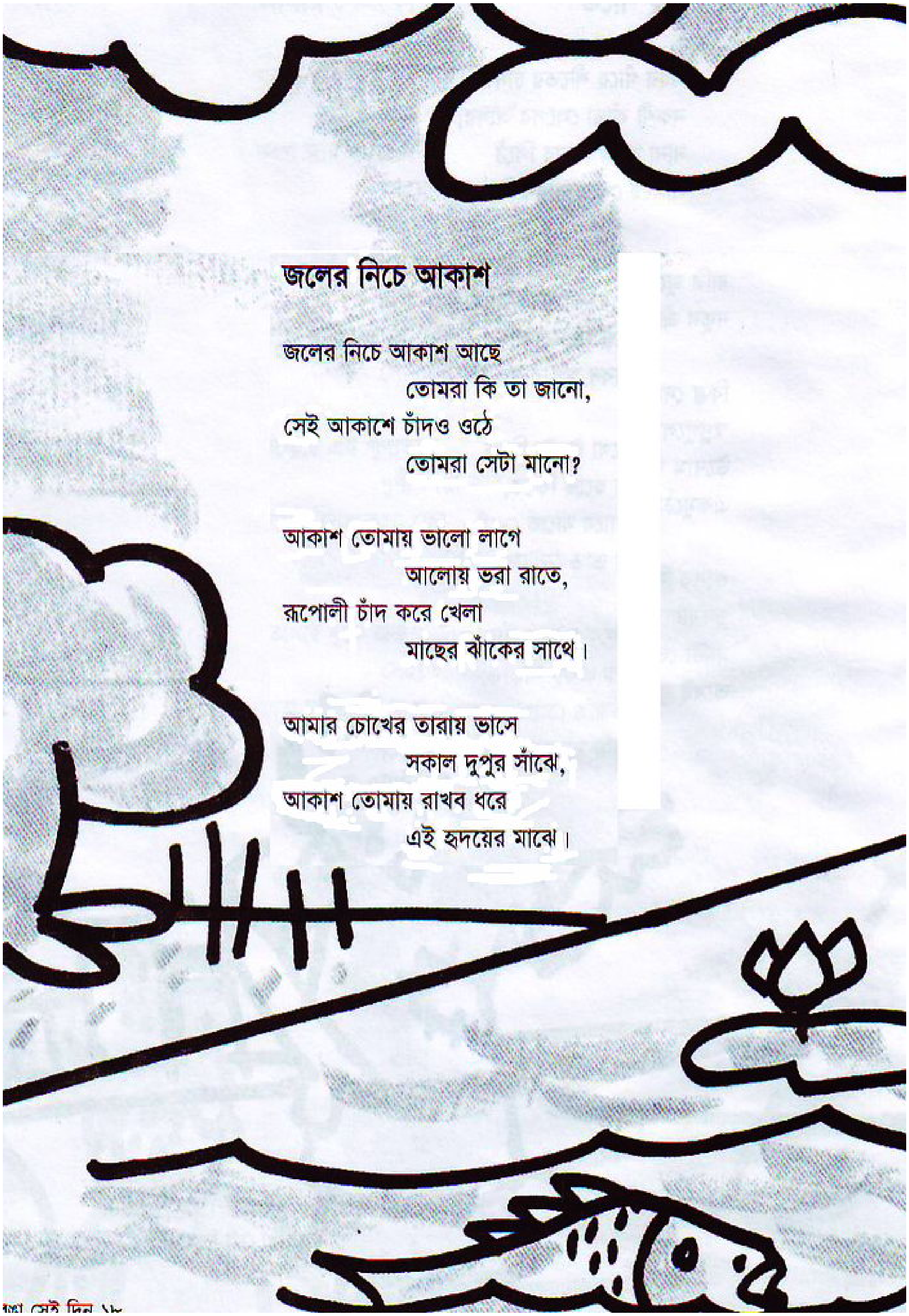

জলের নিচে আকাশ

জলের নিচে আকাশ আছে
তোমরা কি তা জানো,
সেই আকাশে চাঁদও ওঠে
তোমরা সেটা মানো?

আকাশ তোমায় ভালো লাগে
আলোয় ভরা রাতে,
রূপোলী চাঁদ করে খেলা
মাছের ঝাঁকের সাথে।

আমার চোখের তারায় ভাসে
সকাল দুপুর সাঁঝে,
আকাশ তোমায় রাখব ধরে
এই হৃদয়ের মাঝে।

সেই পাখিটি

(হারিয়ে যাওয়া ছড়াকার 'আবুল হাসেম হাসু' স্মরণে)

বাঁধন হারা একটি পাখি
ভাসতো মেঘের ভেলায়,
আপন মনে থাকতো মেতে
কাব্যমালার খেলায়।

ছন্দ মেনে লিখতো ছড়া
একফোটা নেই ভুল,
খাতার পাতায় উঠতো ফুটে
স্বপ্নলোকের ফুল।

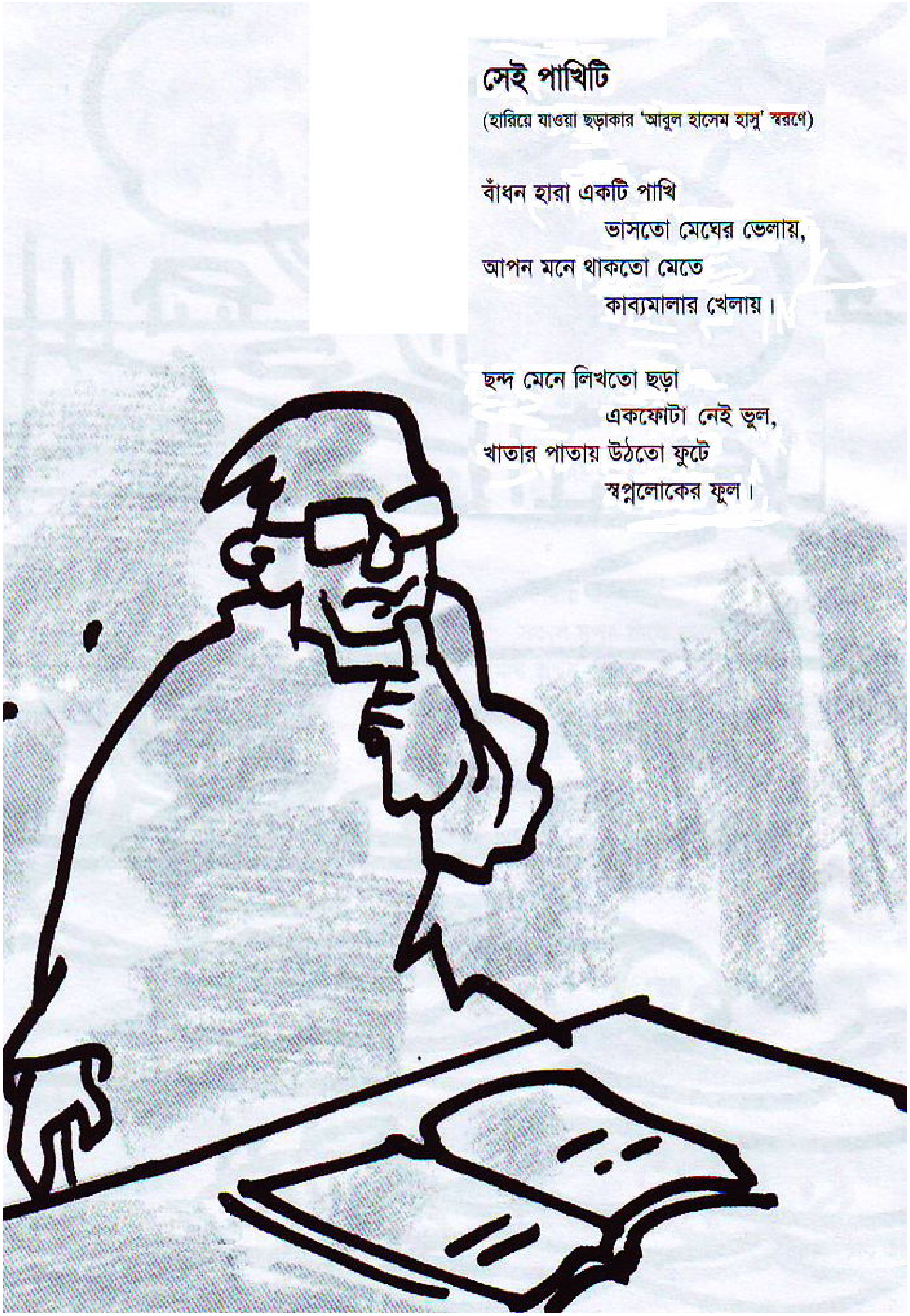

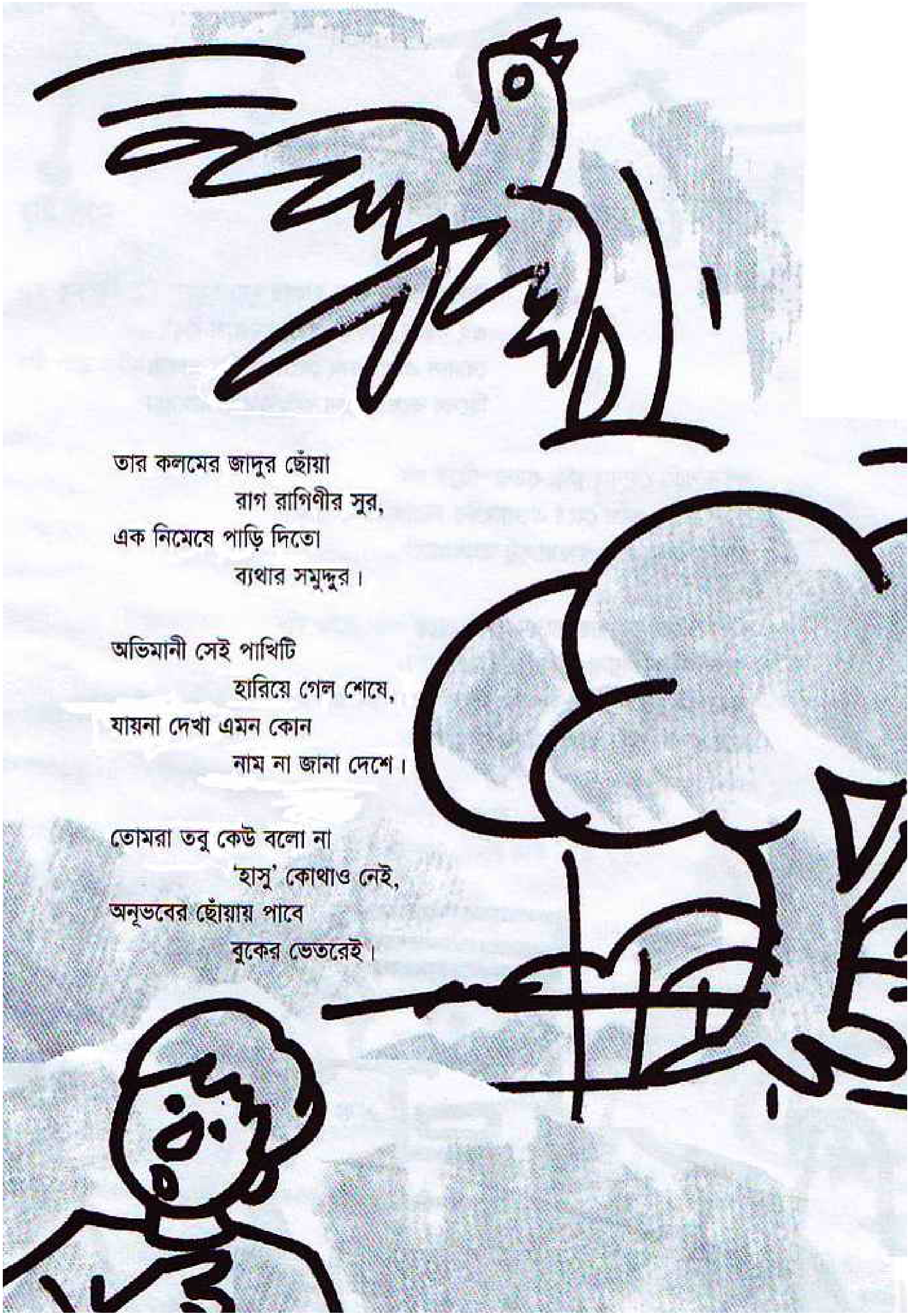

তার কলমের জাদুর ছোঁয়া
রাগ রাগিণীর সুর,
এক নিমেষে পাড়ি দিতো
ব্যথার সমুদ্দুর।

অভিমানী সেই পাখিটি
হারিয়ে গেল শেষে,
যায়না দেখা এমন কোন
নাম না জানা দেশে।

তোমরা তবু কেউ বলো না
'হাসু' কোথাও নেই,
অনুভবের ছোঁয়ায় পাবে
বুকের ভেতরেই।

এই ঈদে

ঈদের বাজার কান্ড হাজার মূল্য চড়া
এই গরমে ট্রাফিক জ্যামে মেজাজ কড়া,
বোনাস এলো এবং গেলো বাকীর খাতায়
হিসেব কষে থাকেন বসে দু'হাত মাথায়।

গিন্নি হাসেন জলে ভাসেন ইচ্ছেমত
নতুন শাড়ি সোনার চুড়ি বায়না শত,
নেচে গেয়ে ছেলে মেয়ে এলো যখন
দাবির চোটে খাবি খাওয়া শুরু তখন।

কর্তা ভাবেন কোথায় যাবেন এসব ছেড়ে
পকেট ফাঁকা পয়সা টাকা নিচ্ছে কেড়ে,
অবশেষে মুচকি হেসে আপনমনে
হয়ে চালান কর্তা পালান নির্বাসনে।

বৃষ্টি পড়ে

ঝুম ঝুম ঝুম বৃষ্টি পড়ে
এই শহরে, শ্যামল গাঁয়ে,
বৃষ্টি পড়ে নদীর বুকে
পাল তোলা ওই রঙিন নায়ে।

কদম ফুলের সুবাস ছুঁয়ে
মন ময়ুরী পাখনা মেলে,
গামছা পেতে মাছের খোঁজে
গাঁয়ের যত দুষ্টু ছেলে।

বৃষ্টি মাঝে হঠাৎ করে
এক চিলতে রোদের খেলা,
মেঘ থম থম আকাশ জুড়ে
সাতরঙা রঙধনুর মেলা।

বাউরী বাতাস দোদুল দোলে
ঈশান কোণে ডাক দিয়ে যায়,
ঠাস বুনোটের শহর ছেড়ে
মনটা আমার দৌড়ে পালায়।

কল্পলোকে হৃদয় ভাসে
অলস দুপুর দু'চোখ বুঁজি,
মেঘমালাদের ডানায় চেপে
টিনের চালে বৃষ্টি খুঁজি।

ভোলানাথ

বিষ্টু পালের ছোট নাতি
ভোলানাথকে চেনো?
তার কাহিনী বলছি আমি
সত্যি বলে জেনো।

বয়েস হলো দুই কুড়ি পাঁচ
হিসেবটা ঠিকঠাক,
সকাল সাঁঝে কনের খোঁজে
পড়লো মাথায় টাক।

হন্যে হয়ে খুঁজে পেতে
পাত্রী পেলো যেই
অমনি সবাই ধমকে বলে
তোর ব্যাটা চোখ নেই?

মাসী বলে নাকটা বোঁচা
পিসী বলে চুল নাই,
দিদি বলে ঠিক বলেছ
এই কথায় ভুল নাই।

এমনি করে বারে বারে
ব্যর্থ হাজার চেষ্টা
কনের খোঁজে ঘুরলো সবে
সারা বাংলাদেশটা।

চোখের পানি চোখেই শুকায়
কেউ তো এসে মুছলো না
ভোলানাথের আইবুড়ো নাম
এই জনমে ঘুঁচলো না।

Saat Ronga Sei Din by Wasim Haque

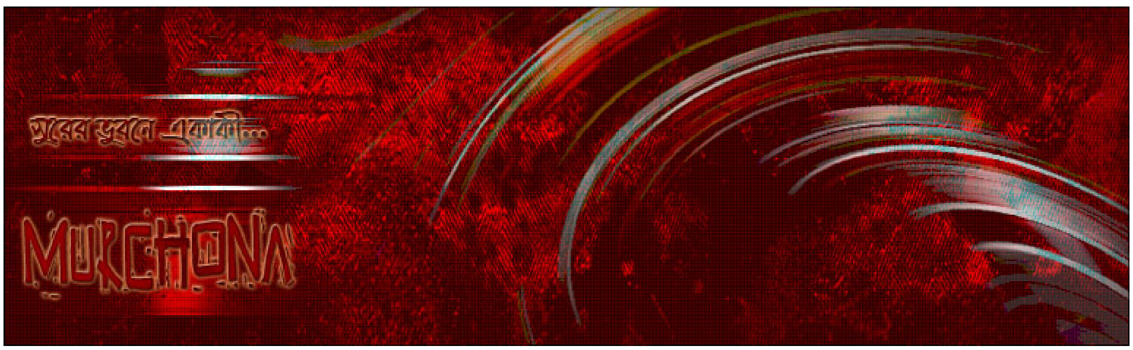

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum